দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 APR 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

ঢাকা ভার্সিটিতে হল দখলের মহড়া ঃ তীব্র উত্তেজনা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ হঠাৎ করে অস্ত্রধারীদের আনাগোনা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে আশংকা দেখা দিয়েছে। হলগুলির দখল বজায় রাখতে এবং নতুন করে হল দখলের প্রস্তুতি গ্রহণ করায় ছাত্র, সংগঠনগুলোর মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসের এই পরিস্থিতিতে সোমবার সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

এদিকে গত রোববার গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডাক সাইটে একজন ছাত্রনেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হল জহুরুল ও স্যার এ এফ রহমান হল ঘুরে গেছেন। সূত্র মতে একটি সাদা রঙের এ্যাম্বুলেন্সে করে রাত ১২টা ২১ মিনিটে রোববার তিনি ক্যাম্পাসে আসেন।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটিতে হল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এসময় তার এই গাড়িতে কয়েকজন অস্ত্রধারী যুবক ছিল। এই ছাত্রনেতা বেশ কিছুদিন পূর্বে জেল থেকে ছাড়ার পাবার পর ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। রোববার রাতে জহুরুল হক হলের গেষ্ট রুমসহ কয়েকটি কক্ষে তিনি প্রায় তিরিশ মিনিটকাল অবস্থান করেন। অন্যদিকে এফ রহমান হলে ঢুকলেও বেশী সময় তিনি অবস্থান করেননি। সূত্র জানিয়েছেন, ক্যাম্পাসে একটি ছাত্র সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত করতে তার আগমন ঘটে। ক্যাম্পাসের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এই নিয়ে ৬ জন সাবেক ছাত্রনেতার ক্যাম্পাসে আগমন ঘটল।

অন্যদিকে কয়েকটি হল দখলের প্রস্তুতিস্বরূপ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ক্যাম্পাসে আনা হচ্ছে বলে জানা যায়। রাতে বহিরাগত সশস্ত্র যুবকদের আনাগোনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর হলের দখল অব্যাহত রাখতে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের জোর তৎপরতা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। হলগুলোতে প্রতি রাত্রেই ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকা থেকে থেমে থেমে গুলি ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটছে। এজন্য হলে অবস্থানকারী সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সর্বক্ষণ আতঙ্ক বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসের পরিস্থিতির অবনতিতে ক্লাস বন্ধ রাখা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ছাত্রলীগ (শা-পা) বিতাড়িত গ্রুপ শহীদুল্লাহ হলের একটি অংশের দখল নিয়েছে। হলটিতে ছাত্র দলের অবস্থান থাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে রক্তপাত হতে পারে বলে ছাত্র শিক্ষক কর্তৃপক্ষ সবাই আশংকা করছেন।

সোমবার রাত সাড়ে ১১টা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় থেমে থেমে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

ক্যাম্পাস থেকে একটি সূত্র টেলিফোনে রাত পৌনে ১২টায় জানান, কলাভবন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব, জহুরুল হক হল ও এসএম হল এবং শামসুন্নাহার হলের সামনে থেকে এই গুলির শব্দ শোনা গেছে। সূত্র জানান, একদিক থেকে গুলির শব্দ এলে বিভিন্ন এলাকা থেকে একসঙ্গে গুলি করে এর জবাব দেয়া হচ্ছে। এভাবে থেমে থেমে গুলি ও বোমাবর্ষণের ঘটনা গতকাল গভীর রাতে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত চলছিল।